R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১০ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৯০ সাল
২৫শে মে, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৭৲

সুতীর ২ ব্লকে কংগ্রেসের অবস্থা অনুকূলে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বামফ্রন্টের ঐক্য এবং নিজেদের অন্তর্দলীয় কোন্দল সত্বেও সুতীর দুটি ব্লকে কংগ্রেসের অবস্থা বেশ অনুকূল। যদিও দুটি ব্লকেই লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। এবং কোন দল নিরংকুশ গরিষ্ঠতা পাবে তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা বেশ কঠিন। সুতী—১ ব্লকের ৬টি অঞ্চলের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে ৪টিতে। ঐ ৪টির মধ্যে ৩টিতে কংগ্রেস এবং ১টিতে আর এস পি ক্ষমতায় রয়েছেন। গত নির্বাচনে ঐ ব্লকে ১০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে সি পি এম ৩৪টি, আর এস পি ৩২টি, দুই কংগ্রেস মিলে ২৩টি

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হেঁসোর কোপে ৩ সি পি এম কর্মী জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা : একদল কংগ্রেস কর্মীর সশস্ত্র হামলায় রবিবার সন্ধ্যায় জামুয়ার গ্রামে ৩ জন সি পি এম কর্মী গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। আহতদের প্রথমে জঙ্গিপুর হাসপাতালে এবং পরে সেখান থেকে ২ জনকে বহরমপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশংকাজনক। এরই জের হিসেবে ঐ সন্ধ্যায় একদল সি পি এম কর্মী কংগ্রেসের এক গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রার্থীর বাড়ি ঘেরাও করে। পরে রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌছায় এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রার্থী নাটু ভুঁইমালিও রয়েছেন। সি পি এমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, জামুয়ার অঞ্চলে পরাজয় নিশ্চিত জেনে কংগ্রেসীরা ত্রাসের সৃষ্টি করতে চাইছেন। অন্য দিকে কংগ্রেসের এক নেতার মতে, ঘটনাটি জমির ফসল খাওয়ানোর জের। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।

সাগরদীঘির বালিয়াতেও পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সি পি এম এবং কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের খবর মিলেছে। আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন। সেখানে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এম এল এ'র সামনেই ডাক্তারের লাঞ্ছনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেস এম এল এ হাবিবুর রহমানের সামনে একদল কংগ্রেসীর হাতে জঙ্গিপুর হাসপাতালের সার্জেন ডাঃ মলয় ভট্টাচার্য্য লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা নিয়ে হাসপাতালে চাপা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যে নাগাদ। এ নিয়ে পুলিশের কাছেও অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত ভৈরবটোলায় কংগ্রেস দলের পঞ্চায়েত প্রার্থী নুরুল ইসলামকে মরণাপন্ন অবস্থাতেই নাকি ডাঃ ভট্টাচার্য্য হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে দেন। এর বিরুদ্ধে এম এল এ সহ তাঁর সাকরেদরা প্রতিবাদ জানাতে ডক্তারবাবুর কাছে যান এবং লাঞ্ছিত করেন। লাঞ্ছনাকারীদের মধ্যে স্বাস্থ্য-দপ্তরের এক কর্মচারীও রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। কংগ্রেসীদের অভিযোগ, 'নুরুলের অবস্থা এখনও আশংকাজনক। তবু একটি রাজনৈতিক দলের নির্দ্দেশ মতই ডাক্তার ভট্টাচার্য্য তাকে ডিসচার্জ করেন।'

বৈদ্যুতিক খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : খবরটি বিদ্যুতের। 'বৈদ্যুতিক' বটে। তা না হলে এমনটি কখনও ঘটে। মঙ্গলবার বিদ্যুৎ বিভাগে কংগ্রেস সমর্থক কয়েক হাজার কর্মচারীর ধর্মঘট সত্বেও মুরশিদাবাদ জেলার সর্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল পুরোপুরি স্বাভাবিক। স্থানীয় গোলযোগের জন্য সন্ধ্যারাতে মাত্র মিনিট খানেকের অমাবস্যা। অবশ্য আজ সকাল থেকে আবার যে কে সেই। লোড সেডিং এবং অস্বস্তি।

কিছু অফিসারের ধারণা 'সি পি এম একশো আসন হারাবে'

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার কিছু পদস্থ সরকারী অফিসার মনে করেন 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমায় সামগ্রিকভাবে সি পি এম বেশীর ভাগ ব্লকে এবারেও গরিষ্ঠতা পাবেন। তবে আসন সংখ্যা বেশ কিছুটা কমে যাবে।' বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত ১৫ জন অফিসারের কাছে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে তাদের ধারণার কথা জানতে চাওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে দু'জন তাঁদের মতামত জানাতে রাজী হননি। অবশিষ্ট ১৩ পরিচয় গোপন রাখার শর্তে তাদের মতামত দিয়েছেন। এদের মধ্যে ৮ জন হোলেন গেজেটেড পর্যায়ের এবং ৩ জন নন্ গেজেটেড অফিসার। বাকী ২ জন হোলেন পুলিশের সাব-

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিরোধী ভোটের ত্রিধা বিভক্তিতে ফরাক্কায় সি পি এম অপ্রতিরোধ্য

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সেদিনটাও ছিল ২০ মে। ঠিক ৫ বছর পর ঐ একই দিনে ফরাক্কায় গিয়ে ফের আঁচ পেলাম সি পি এমের অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও সংগঠনের। গত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর ঐ এলাকায় সি পি এম বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ হবার যে আভাষ মিলেছিল তা যেন এক ফুৎকারেই মিলিয়ে গেছে এবারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে বিরোধী ভোটের ত্রিধা বিভক্তি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংগঠিত এবং সুসংবদ্ধ সি পি এমকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। তাই বলে অবশ্য এই নয় যে, সি পি এম ফরাক্কা ব্লকে তিনটি স্তরের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবকটি আসনই 'ওয়াক ওভার'-এ জিতে নেবে। পঞ্চায়েতে গত বারের মত আধিপত্য বিস্তার করতে হলে সি পি এমকে লড়তে হবে, রীতিমত লড়াই করে জিততে হবে। অন্তত: নির্বাচনী সমীক্ষা চালাতে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সামসেরগঞ্জে সি পি এমের 'তেমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধি' হবার সম্ভাবনা কম

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল সামসেরগঞ্জের ভাসাই-পাইকর পঞ্চায়েত সমিতিতে এক কংগ্রেস প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। আদালতের নির্দ্দেশে এই সরকারী ঘোষণা আপাততঃ বাতিল করে পুনরায় সেখানে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে ফরাক্কা লাগোয়া এই ব্লকের সমস্ত গ্রাম নির্বাচনী যুদ্ধে পুরোমাত্রায় মেতে উঠেছে। আর মাত্র ৫টা দিন। কেনো প্রার্থীরই তাই অবসর নেই। ঘুম নেই রাতে। দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা। নকল ব্যালট মাধ্যমে নিরক্ষর ভোটারদের বোঝানোর ব্যস্ততা সর্ব্বত্র। মুসলিম অধ্যুষিত এই ব্লকে গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে সি পি এম সর্ব্ব স্তরেই গরিষ্ঠতা পায়। ৯টি অঞ্চলের ১৩৯টি গ্রাম-পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে সি পি এম পান ৯৬টি। অন্যান্য দলের মধ্যে কংগ্রেস ৩২টি, আর এস পি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯০ সাল

অপেক্ষায়

জনৈক কবি বলিয়াছেন, 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।' কথাটি খুবই সত্য। এই বিবিধের মধ্য দিয়া মিলনের সুর পরিস্ফুট। বিচিত্র এই দেশ! সত্যই তাই, নহিলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীদের বিভিন্নতা কত—কত মত ও কত পথ; তবু তাঁহাদের এক মহান লক্ষ্য। সকলেই সেই লক্ষ্যের পানে ছুটিয়াছেন। পঞ্চায়েত রাজে অংশ-গ্রহণ করিবেন, দেশ ও দশের সেবা করিবেন। এই টুকুই মিল। অবশ্য দুষ্ট লোকে যাহা বলে বলুক, আমরা ভাল দিকটাই দেখি।

নির্বাচনের দিন ত একেবারে দরজায় আসিয়া পড়িল। প্রস্তুতিপর্ব যথারীতি চলিতেছে। বিভিন্ন দলের প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারে নামিয়াছেন। পোষ্টার, দেওয়াল-লিখন, বাড়ী বাড়ী যাতায়াত, নিজেদের ফ্রন্ট গঠন সবই পুরাদস্তুর হইয়াছে ও হইতেছে। সৈন্য-সামন্ত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ। অভিযান শুরু হইয়াছে। এই প্রবন্ধ প্রকাশের সপ্তাহ পরে যুদ্ধের ফলাফল জানা যাইবে। বস্তুতঃ এই নির্বাচনী যুদ্ধে যোদ্ধৃবৃন্দ ভোটসম্পদ আহরণ করিবেন এবং ভোটের এলাকা জয় করিবেন।

রাজ্যের এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবারে লক্ষণীয় দিক এই যে, এবারে বামফ্রন্ট শরিকদলগুলি পারস্পরিক মদত-নিরপেক্ষ হইয়া লড়িতেছেন। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে শরিক দলগুলির মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হয় নাই। ফলে আপন শক্তির প্রভাবেই জিতিতে হইবে। অবশ্য বিভিন্ন দলের কিছু কিছু নিজস্ব এলাকা আছে। আর পূর্বোক্ত কারণে সেই সব নিজস্ব এলাকায় নির্বাধ আধিপত্য দলবিশেষের থাকিবে না। কেননা, সে আধিপত্য কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিপড়ি লাগিবেন প্রত্যেক দলই।

ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ যোদ্ধা; প্রস্তুত সমরোপকরণ; আগুয়ান সৈন্যদল। যুদ্ধ যদিও লাগে নাই তথাপি প্রাক্-লক্ষণ দেখা গিয়াছে। এখন যে সব খুন খারাবি, হত্যা প্রায় প্রতিদিনই যত্রতত্র শুনা যাইতেছে, সেগুলির বেশির ভাগ ভোটরঙ্গে রাজনৈতিক হত্যা বলিয়া প্রচারিত হয়। যিনি যেমন ভাবে জনমনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তিনি তেমনি ভোট পাইবেন। কিন্তু রাজনীতি বলিয়া কথা। ইহার কুটিলা গতি যাহার মর্ম 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মানবাঃ'। তাই এই মহকুমায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফলাফল কী দাঁড়াইবে বলা শক্ত। বামপন্থী জোটের শরিক দলগুলি স্ব স্ব শক্তি লইয়া আসন্ন লড়াইয়ে নামিয়াছেন; ফলে জনগণের রায় কোথায় যায় তাহাই দেখার অপেক্ষা।

কংগ্রেসের অবস্থা অনুকূলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসন পায়। পঞ্চায়েত সমিতির ১৭টি আসনের মধ্যে আর এস পি ৮টি পেয়ে ক্ষমতায় আসেন। জেলা পরিষদের আসন দুটিও লাভ করেন তারা। এবারে আর এস পির বেশ কিছু কর্মী এই ব্লকে দল-ত্যাগ করে সি পি এমে যোগ দিলেও এখানে ফ্রন্টের এই দুই শরিকের মধ্যে মোটামুটিভাবে আসন সমঝোতা হয়েছে। সেইমত গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৪টি আসনের মধ্যে আর এস পি ৪০ এবং সি পি এম ২৩টিতে প্রার্থী দিয়েছেন। কংগ্রেসী প্রার্থী আছেন ৬৪টি আসনেই। সবচেয়ে বেশী প্রার্থী নির্দলীয়। সংখ্যা ৯৩। পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৮টি আসনের মধ্যে আর এস পি ১১ এবং সি পি এম ৭টিতে প্রার্থী দিয়েছেন। কংগ্রেস ১৮টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন। এখানেও বেশী প্রার্থী নির্দলীয়। ৩৫ জন। জেলা পরিষদের ২টি আসনে সাকুল্যে প্রার্থী হয়েছেন ৭ জন। তবে ২টি আসনেই মূল লড়াই কংগ্রেস ও আর এস পির মধ্যে। কংগ্রেসীরা আশা করছেন এবারে তারা ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতই দখল করবেন। ছিনিয়ে নেবেন পঞ্চায়েত সমিতিও। জেলা পরিষদের একটি আসন সম্পর্কে তারা আশাবাদী। সুতী-২ ব্লকেও বামফ্রন্টের প্রধান দুই শরিকের মধ্যে মোটামুটিভাবে সমঝোতা হয়েছে। ১০ অঞ্চল বিশিষ্ট এই ব্লকে ১৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে সি পি এম ৮৮, আর এস পি ৪১, ফঃ ব্লক ১২, কংগ্রেস ৯৭, বি জে পি ১৭টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন ২২৯ জন। পঞ্চায়েত সমিতির ২৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৯৭ জন। দলওয়ারি সংখ্যা সি পি এম ১৬, আর এস পি ৯, কংগ্রেস ২০, ফঃ ব্লক ৩, বি জে পি ৫ এবং নির্দলীয় ৪৪। জেলা পরিষদের ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী ১০ জন। তবে মূল লড়াই হবে দ্বিমুখী। কারণ ফ্রন্ট ও কংগ্রেস প্রার্থীদের তুলনায় বি জে পি প্রার্থীরা এখানে বেশ দুর্বল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম সুতী ব্লকে ৪টি, কংগ্রেস ৫টি এবং আর এস পি ১টি অঞ্চলের দখল পায়। ব্লকের সামগ্রিক হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩০টি আসনের মধ্যে সি পি এম ৩৮টি, দুই কংগ্রেস মিলে ৫৭টি, আর এস পি ১৯টি এবং নির্দলীয় ১৬টি আসন পান। পঞ্চায়েত সমিতিতে ২৫টির মধ্যে সি পি এম ৮টি, আর এস পি ৫টি, দুই কংগ্রেস ১১টি আসন পায়। জেলা পরিষদের ২টি আসনও বাটোয়ারা হয় সি পি এম ও আর এস পির মধ্যে। ব্লকের সর্বত্রই কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দলীয় বিরোধ তুঙ্গে। সোহরাব ও লুৎফল-পন্থী কংগ্রেসীরা অনেকেই তাই দলের মনোনয়ন না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হয়ে লড়ছেন বিভিন্ন স্তরে। এরা ফ্রন্টের বিরুদ্ধে যত না প্রচার করছেন তার চেয়ে বেশী করছেন কংগ্রেসের দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে। মহেশাইল ও বাজিতপুরে কোন্দলের পরিণতিতে কোন প্রার্থীই কংগ্রেসী প্রতীক পাননি। অন্যদিকে আর এস পির সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় থাকলেও ফঃ ব্লক নেতারা প্রকাশ্যে সি পি এমের বিরুদ্ধে এখানে প্রচারে নেমেছেন। সি পি এম থেকে দলত্যাগীদের নিয়ে এখানে ফঃ ব্লক গঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ নিজামুদ্দনের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এরা দেওয়াল লিখনও লিখেছেন প্রচুর। অনেকেই এ সব কথা বিশ্বাস করছেন না। কারণ একটাই। নিজামুদ্দিনের আচার ব্যবহার। এককালে কংগ্রেসের শক্ত দুর্গে সি পি এম ঘাঁটি গেড়েছেন মূলতঃ নিজামুদ্দিনের অন্তরঙ্গ প্রচেষ্টাতেই। এতসব সত্ত্বেও দুটি ব্লক ঘুরে আমাদের মনে হয়েছে সেখানে কংগ্রেস গতবারের চেয়ে কিছুটা ভাল ফল করবে। সুতি-১-এ আসন কমবে আর এস পির। এবং সুতী ২ এ সি পি এমের। লক্ষ্মীপুর অঞ্চলের প্রধান দেবীদাস মুখার্জি ইতিমধ্যেই এখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। আর এস পির প্রার্থী দেবীবাবু গতবারেও ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

সি পি এম এবারও অপ্রতিরোধ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফরাক্কায় গিয়ে এটাই স্পষ্ট বোঝা গেছে। ফরাক্কা চিরকালই সি পি এমের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিগণিত। দলের রাজ্য নেতৃত্বও ফরাক্কাকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। কিন্তু তবু গত কয়েক বছরে সি পি এম বাড়তি তেমন কোন শক্তি এখানে সঞ্চয় করতে পারেননি। এর প্রধান কারণ কিছু কর্মী ও নেতার আত্মসন্তুষ্টি। কর্মীরাও কেমন যেন গা ঝাড়া দিয়ে চলেছেন। এই এলাকার জনগণের মধ্যে এম এল এ আবুল হাসনাতের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁর দায়িত্বটাও যথেষ্ট বেড়েছে। যত বেশী সংখ্যক গ্রামে সম্ভব হাসনাতকে তাই প্রচারে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে রাত-দিন। ফরাক্কায় সি পি এমের প্রধান প্রতিপক্ষ গণ-ফ্রন্ট। এরা মূলতঃ সি পি এম থেকে বেড়িয়ে আসা একদল পোড় খাওয়া কর্মী। এদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেরাত আলি। প্রাক্তন এম এল এ শ্রীআলি নিজে একজন অতি সাধারণ বিড়ি শ্রমিক। সি পি এমের কর্মীরাও অনেকে তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। ফরাক্কায় অন্য দুই শক্তি কংগ্রেস এবং বি জে পি। সি পি এম বিরোধী এই তিন শক্তি জোট বাঁধতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ একটিই। সবাই চেয়েছেনা প্রার্থী হতে ক্ষমতা দখল করতে। হয়েছেও তাই। যে যার প্রতীক নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন সি পি এমের সঙ্গে যুঝতে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফরাক্কা ব্লকে জেলা পরিষদের ২টি, পঞ্চায়েত সমিতির ২৩টির মধ্যে ২১টি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৫টির মধ্যে ১০০টি আসনে সি পি এম জয়ী হয়েছিল। কংগ্রেস পেয়েছিল শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮টি আসন। গণফ্রন্ট বা নির্দলদের ভাগ্যে জুটেছিল সাকুল্যে ১৫টি আসন। গত বছর (৮২) বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থী গণফ্রন্টের চেয়ে ১৩,২৪৪ ভোট বেশী পেয়ে জয়ী হন। অন্য দুই প্রার্থীর মধ্যে বিব জে পি ও মুঃ লীগ (কংগ্রেস সমর্থিত) যথাক্রমে ১০, ২৮৭ ও ১০,৫৩২ ভোট পায়। এই ফলাফল দেখেও শিক্ষা নিতে পারেননি বিরোধীরা। লড়াই তাই সর্বত্র না হলেও, প্রায় ক্ষেত্রেই ত্রিমুখী বা চতুর্মুখী। এবারে ফরাক্কায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২০টি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ৩৫৩ জন। এদের মধ্যে সি পি এমের ১১৭, কংগ্রেসের ১১০, আর এস পির ১৭, বি জে পির ৩৩, ফঃ ব্লকের ৩ এবং নির্দলীয় রয়েছেন ৭৩ জন। পঞ্চায়েত সমিতির ২৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী ৭১ জনের মধ্যে আছেন সি পি এমের ২৩, কংগ্রেসের ২১, আর এস পির ৩, বি জে পির ৮, ফঃ ব্লকের ১ এবং নির্দলীয় ১৫ জন। জেলা পরিষদের ২টি আসনে ৬ জন প্রার্থী রয়েছেন। দুটিতেই লড়াই ত্রিমুখী। কংগ্রেসের দাবী এবারে ৯টি অঞ্চলের মধ্যে অন্ততঃ ৩টিতে তারা ক্ষমতায় আসবেন। অবশ্য সি পি এমের এক নেতা বলেছেন ভবিষ্যৎবাণী না করাই ভাল। তবু জেনে যান এবারেও গ্রাম পঞ্চায়েতে একশোর উপর আসন পাব; পঞ্চায়েত সমিতি দখল করব। জেলা পরিষদে জয়লাভ কোনো ব্যাপারই নয়। আমাদের রাজনৈতিক বিশ্লেষণেও দেখা যাচ্ছে ফরাক্কায় সি পি এমের গরিষ্ঠতা অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেসের আশা ফরাক্কায় আপাততঃ দুরাশা বই কিছু নয়। সব মিলিয়ে সি পি এম বিরোধীরা তিনটি স্তরে সেখানে ৪০টির বেশী আসন পাবে বলেও মনে হয় না।

সি পি এম একশো আসন হারাবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইনস্পেকটর। মতামত ব্যক্তকারীদের মধ্যে এক-জনের ধারণা অবশ্য অন্য রকম। তাঁর মতে সি পি এম এবং কংগ্রেস উভয় দলই এবারে প্রায় সমান সংখ্যক আসন পাবেন। তাঁর বিশ্লেষণ হোল, মহকুমার ৩টি ব্লক যথা ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ এবং সাগরদীঘিতে সি পি এম গরিষ্ঠতা পেলেও রঘুনাথ-গঞ্জ-১ ও ২ এবং সুতী ১ ব্লকগুলিতে কংগ্রেস সি পি এমের চেয়ে অনেক বেশী আসন পাবে। সুতী-২ ব্লকে উভয় দলই প্রায়সমান সমান থাকবেন। অন্য ১২ জন অফিসারের মোটামুটিভাবে সি পি এমের গরিষ্ঠতা পাওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে, তাঁদের ধারণা, সি পি এম গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের চেয়ে এবারে একশো মতন আসন কম পাবেন। ফ্রন্টের অন্য শরিকগুলোর অবস্থা শোচনীয় হবে। সেই সঙ্গে নির্দলের সংখ্যাও এবারে অনেক হ্রাস পাবে। এক বিডিও'র ধারণা, মহকুমায় ৭টির মধ্যে অন্ততঃ ১টি পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেস দল এবারে গরিষ্ঠ সংখ্যক আসন পাবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে তিনি একটি পঞ্চায়েত সমিতির নাম করলেও তা সংবাদপত্রে উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন।

এক নজরে মহকুমার পঞ্চায়েত নির্বাচন '৮৩

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক : জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবারে ৪,৩০,৩১২ জন ভোটার ভোট দেবেন। ৫৪১টি বুথে মঙ্গলবার ৩১ মে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। মহকুমায় দল-ওয়ারী হিসেবে তিনটি স্তর মিলিয়ে সব চেয়ে বেশী প্রার্থী রয়েছেন কংগ্রেস দলের। এর পরের স্থান সি পি এমের। এবং তার পরেই আছেন নির্দলীয়রা। দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও একটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে ইতিমধ্যেই ৩ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত আসন দুটি সি পি এম ও আর এস পি এবং সমিতির আসনটি কংগ্রেসের অনুকূলে গিয়েছে। মহকুমার ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবারে নির্বাচন হচ্ছে না। এ গুলি হ'ল তেঘরি—২, শেখালিপুর, সুরপুর, পাদ্রিকপুর এবং ভাসাই-পাইকর। ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটায় এগুলিতে এক বছর পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সরকারী-ভাবে ঘোষিত হয়েছে। একজন প্রার্থীর মৃত্যুর ফলে ফরাক্কা ব্লকের মহাদেব-নগর ১ গ্রামসভায় নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার্থে মহকুমার বর্তমান বছরের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা এবং '৭৮ সালের বিজয়ীদের তালিকা নীচে তুলে দেওয়া হল :

জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৯৭৮ সালে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে যুক্ত বিজয়ী প্রার্থী তালিকা

ব্লক	সি পি এম	কংগ্রেস (ই)	কংগ্রেস (স)	আর এস পি	এস ইউ সি	সি পি আই	ফঃ ব্লক	নির্দল
সাগরদীঘি	১৩৫	২৭	৩	১৬	×	×	×	২৪
রঘুনাথগঞ্জ—১	৩৮	১৮	৮	২৫	×	×	৩	২১
রঘুনাথগঞ্জ—২	৫৪	১৭	×	১১	×	×	১	২৯
সুতী—১	৩৭	৪	২৫	৪২	×	×	×	১৭
সুতী—২	৪৭	৫৭	১১	২৫	×	×	×	১৭
সামসেরগঞ্জ	১২০	৩৪	×	৫	×	×	×	৬
ফরাক্কা	১২৩	৮	×	৩	×	১	×	১৫
মোট	৫৫৪	২২৫	৪৭	১২৭	×	১	৪	১২৯

জঙ্গিপুর মহকুমায় পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে যুক্ত দলীয় প্রার্থী তালিকা

ব্লক	সি পি এম	কংগ্রেস	আর এস পি	সি পি আই	ফঃ ব্লক	বিজেপি	মুঃ লীগ	নির্দল
সাগরদীঘি	২০২	২০৫	৫৪	১২	২৫	×	×	৮৩
রঘুনাথগঞ্জ—১	১০৯	১১৩	৬২	১৪	১৭	৩	৩	৪৫
রঘুনাথগঞ্জ—২	১৩১	১৩৭	১৪	২	২	×	×	৮৫
সুতী—১	৩০	৮৪	৫৩	×	×	×	×	১৩১
সুতী—২	১০৫	১১৯	৫১	×	১৫	২৪	২৭৭	
সামসেরগঞ্জ	১৪৬	১৪২	৪৭	×	৪৭	৩	৬	
ফরাক্কা	১৪২	১৩৩	২০	×	৪	৪২	৮৯	
মোট	৮৩৫	৯৩৩	৩০১	২৮	১১০	৭২	৭৬	৭৭৩

জেলা পরিষদ

ব্লক	আসন	প্রার্থী
সাগরদীঘি	২	৫
রঘুনাথগঞ্জ—১	২	৯
রঘুনাথগঞ্জ—২	২	৫
সুতী—১	২	৭
সুতী—২	২	১০
সামসেরগঞ্জ	২	৬
ফরাক্কা	২	৬

পঞ্চায়েত সমিতি

ব্লক	আসন	প্রার্থী
সাগরদীঘি	৩১	৮৮
রঘুনাথগঞ্জ—১	১৮	৫৪
রঘুনাথগঞ্জ—২	২৫	৭৩
সুতী—১	১৮	৭১
সুতী—২	২৬	৯৭
সামসেরগঞ্জ	২৬	৭৫ *
ফরাক্কা	২৩	৭১

গ্রাম পঞ্চায়েত

ব্লক	অঞ্চল	আসন	প্রার্থী
সাগরদীঘি	১১	১৭২	৪৮৮
রঘুনাথগঞ্জ—১	৬	৯৫	৩০২
রঘুনাথগঞ্জ—২	৭	১১১	২৯৩*
সুতী—১	৪	৬৪	২২০
সুতী—২	১০	১৩০	৪৮৪*
সামসেরগঞ্জ	৮	১২৪	৩৭০
ফরাক্কা	৯	১২০	৩৫৩

* চিহ্নিত ব্লকগুলিতে একজন করে প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

পঞ্চায়েত নির্বাচন : শেষ খবর

ধুলিয়ান : সামসেরগঞ্জ ব্লকের ভাসাই-পাইকরে পঞ্চায়েত সমিতির একটি আসনে এক কংগ্রেস প্রার্থীকে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী বলে সরকারী ঘোষণা' বাতিল করা হয়েছে। হাই-কোর্টের নির্দেশ বলে ঐ আসনে নির্বাচন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসকে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

অনঘ
জুন সংখ্যায় থাকছে

* সালেহার জীবনে নেমেছিল অন্ধকার। বিচারের নামে প্রহসন। রুখে দাঁড়িয়েছিল জনকয় তরুণ। সালেহা কি বাঁচতে পেরেছিল? একটি সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা ছোট গল্প।

* আলকাপ—মুরশিদাবাদের প্রাচীন লোকায়ত শিল্প। এ নিয়ে চলেছে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কিন্তু এর স্রষ্টা কারা? এর বর্তমান রূপই বা কি? একটি মনোগ্রাহী রচনা।

* এ ছাড়া এক গুচ্ছ কবিতা।

তরুণদের জন্য ভিন্ন স্বাদের মাসিক সাহিত্য সংকলন

টেণ্ডার

কাশিমবাজারস্থিত গুদাম হইতে কেয়ার খাদ্যসামগ্রী বহন করিয়া জেলার বিভিন্ন খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সীলমোহর করা খামে টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

খাদ্যসামগ্রী গুদাম হইতে বাহির করিয়া গাড়ীতে উঠান এবং বিতরণ কেন্দ্রে নামান ইত্যাদি সমস্ত খরচ ধরিয়া দর লিখিতে হইবে। টেণ্ডার ৭ই জুন, ১৯৮৩ বেলা ১টার মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

টেণ্ডার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর ও টেণ্ডার ফরম কাজের দিন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

স্বাক্ষর : অরুণ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি,
তদর্থক কমিটি,
জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ, মুর্শিদাবাদ

সামসেরগঞ্জে সি পি এম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৫টি এবং নির্দ্দলীয়রা পান ৬টি আসন। পঞ্চায়েত সমিতির ২৪টি আসনের মধ্যেও সি পি এম ২২টিতে জয়ী হয়ে সমিতি দখল করে। জেলা পরিষদের আসন ২টিও লাভ করে সি পি এম প্রার্থীরা। এবারেও তারা তাদের গরিষ্ঠতা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত। ধুলিয়ানে সি পি এমের এক নেতা বলেছেন, গতবারের চেয়েও এবারে তারা বেশী আসন পাবেন। অন্য দিকে কংগ্রেসের ধারণা, তারা অন্ততঃ অর্ধেক আসন এবারে সি পি এমের কব্জা থেকে ছিনিয়ে আনবেন। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম 'এটা নিছকই কল্পনা নয় কি ?' তিনি উত্তরটা দিয়েছেন রাজনৈতিক হিসাব কষে। তাঁর মতে, সামসেরগঞ্জে ফ্রন্টের তিন শরিকের মধ্যে সম্পর্ক সাপে-নেউলে। সমঝোতা তাই ভেস্তে গেছে। অন্য দিকে তাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এখানে কম। তাই বেশী সুবিধেটা পাবেন কংগ্রেসীরাই। সামসেরগঞ্জ ব্লকে তিনটি স্তরে নির্দ্দলীয় প্রার্থী রয়েছেন ৬৬ জন। 'এরা কারা ?' কংগ্রেস নেতার উত্তর; 'বেশীর ভাগই ওদের লোক।' কংগ্রেসী নেতা যাই বলুন না কেন খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে নির্দলীয়দের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী কংগ্রেসী বলে চিহ্নিত। এই অবস্থায় কংগ্রেস ফ্রন্টের বিরোধকে এখানে কতটা কাজে লাগাতে পারবে তাতে অনেকেই সন্দিহান। তাছাড়া ব্লকে বামফ্রন্টের দুই শরিক আর এস পি এবং ফঃ ব্লকের সীমিত শক্তি সি পি এমের বিরুদ্ধে খুব একটা সফল হবে বলেও মনে হয় এবারের পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে ব্লকের ১২৪টি গ্রাম-পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে সি পি এম ১১ ,ক ও ১৫আর এস পি ৩৮, ফঃ ব্লক ৩৯, বিজেপি ৩ এবং নির্দ্দলেরা ৫৫টি আসনে লড়ছেন। সমিতির ২৬টি আসনে কং ২৪টি, আর এস পি ৯টি, ফঃ ব্লক ৭টি, নির্দল ১০টি এবং সি পি এম সবগুলি আসনেই প্রার্থী দিয়েছেন। জেলা পরিষদের ২টি আসনে সাকুল্যে প্রার্থী আছেন ৬ জন। একটিতে লড়াই সবাসরি। অন্যটিতে চতুর্মুখী। সমস্ত রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে আমাদের মনে হয়েছে সামসেরগঞ্জ ব্লকে এবারেও সি পি এম গরিষ্ঠতা পাবে। সাকুল্যে গোটা কুড়ি আসন কমলেও কমতে পারে। তাতে সি পি এমের খুব বড় একটা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

শোক সংবাদ

বহরমপুর : বহরমপুরের সাপ্তাহিক 'ইদানীং' পত্রিকার সম্পাদক অমলেন্দু সরকারের মা গোবিন্দভাবিনী দেবী ৯১ বছর বয়সে গত ৭ মে খাগড়ায় তাঁর স্বগৃহে পরলোকগমন করেছেন। তিনি 'মায়ের লেখা' নামক কাব্যগ্রন্থ লিখে 'কাব্যভারতী' উপাধি লাভ করেন। গোবিন্দভাবিনী দেবী জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতি সরকার তাঁর কৃতিত্বস্বরূপ দু'বার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

হেঁসোর কোপে নিহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১৪ মে বিকেলে সি পি এমের একটি মিছিলের উপর একদল কংগ্রেসী হামলা চালায়। এই হামলায় ২ জন সি পি এম কর্মীকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা হয়। সাগরদীঘি পুলিশ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। ঐ থানারই তাঁতিবিড়ল গ্রামের সি পি এমের দু'জন পঞ্চায়েত প্রার্থী দোজা মিঞা ও ফিরোজ সেখ অন্যের জমি থেকে ফসল চুরির অপরাধে খৈরাটীতে গ্রামবাসীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। এ নিয়ে ঐ এলাকায় সোরগোলের সৃষ্টি হয়েছে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের হরিদাসনগর পল্লীর ভদ্র পরিবেশে বাসের উপযোগী জমি বিক্রয় আছে। খোঁজ করুন।

স্বর্ণদ্যুতি নাথ
হরিদাসনগর (কমলকুণ্ড)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।